দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাক্ষরতা দিবসে বলেছেন, সারাদেশের প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিগত সরকারের মতই প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষাকে নিজের হাতে রেখেছেন।

সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর সময় আমরা কয়েকটি প্রশ্ন উথাপন করতে চাই। এক, কতদিনের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে; দুই, চলতি অর্থবছরে ক'টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে; তিন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের জন্য নতুন কি করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচি সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূর করা না হলে বছরশেষে জবাবদিহিতা কঠিন হয়ে পড়বে।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় এ বছর রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা খাতে ৩৯৫২ কোটি টাকার কথা বলা হয়েছে, যা গত বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ৪৩০ কোটি টাকা বেশি। এই বরাদ্দ দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার কতটা সম্প্রসারণ বর্তমান সরকার করতে চান, তা অর্থমন্ত্রী জানাননি।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬০ হাজারের মত, যার ২২ হাজার বেসরকারি। অর্থাৎ শহর–বন্দর–গ্রাম মিলে ৩৮ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেশে আছে। অন্যদিকে প্রচলিত হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬৮ হাজার গ্রাম আছে। সরকারি হোক আর সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হোক—প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হলে কত হাজার নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার সঠিক হিসেব থাকা দরকার।

গত অর্থবছরে 'বিদ্যালয়হীন এলাকায়' দু'হাজার নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী গত অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৪১৫৮টি নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যার ৯৪২টির নির্মাণকাজ তখন শেষ হয়েছিল। এই ৬ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক'টি শেষ পর্যন্ত চালু হয়েছিল তার হিসেব থাকা দরকার। বর্তমান সরকার কোন্ পর্যায় থেকে কাজটা শুরু করছেন, তা জানতে পারলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে তাদের মূল্যায়ন করা সহজ হবে। বিগত সরকারের আমলে নির্ভরযোগ্য তথ্যের চরম ঘাটতি ছিল, বর্তমান সরকারের ক্ষেত্রে যেন তা না হয়।

গত ক'বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে প্রতিবছরই বরাদ্দ বেড়েছে; কিন্তু শিক্ষা ও শিক্ষাদানের মানের কোন উন্নতি হয়নি, বরং অবনতিই হয়েছে। দেশী–বিদেশী বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার মান সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব, শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগে দুর্নীতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকেই এর জন্য দায়ী করা হয়। বিদ্যালয় ভবনের দৈন্যদশা ও পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবও তার অন্যতম কারণ। নতুন সরকারকে এসব ব্যাপারে নতুন পদক্ষেপ নিতে হবে। বিগত সরকারের তৎপরতার ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

যেকোন দিক থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন আমাদের মত দেশে সরকারি পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হিসেবে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষাকে নিজের হাতে রেখেছেন, এই খাতের কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতার জবাবদিহি তাকেই করতে হবে। আমাদের শিক্ষা কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে সচেতন আছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।